ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন

বছরে ২১ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি
অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়াতে চাই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা

ঢাকা, ৩০ মার্চ ২০১১: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় আরো এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় জানানো হয়, দেশে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে কর ফাঁকি/আত্মসাতের পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় আয়ের ২.৮ শতাংশ এবং তা সংগৃহীত হলে এনবিআরের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বর্তমান সংগ্রহের চেয়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো।

আজ সকালে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বধায়ক সরকারের দু'জন সাবেক উপদেষ্টা ড.এ.বি.মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ও ড. আকবর আলি খান। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনায় আরো বক্তব্য রাখেন মো. ফরিদউদ্দিন - সদস্য এনবিআর, মনিরুল হুদা - সিনিয়র কর আইনজীবি, মোহাম্মাদ হোসেইন আইনজীবি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বদিউর রহমান - প্রাক্তন চেয়ারম্যান এনবিআর, আব্দুল লতিফ মন্ডল - প্রাক্তন সচিব, ড. পি কে মতিউর রহমান - শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ।

ড. আকবর আলি খান বলেন, এনবিআরকে কার্যকর করতে এর মানব সম্পদ নিয়ে ভাবতে হবে, যোগ্য এবং পর্যাপ্ত স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধে এসআরও প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়া তিনি কর পদ্ধতিকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে কম্পিউটারাইজেশন এর কথা বলেন।

যে সকল সংস্কার ইতোমধ্যে এনবিআর এ হয়েছে তার প্রশংসা করে ড.এ.বি.মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এনবিআরকে দুর্নীতিমুক্ত ও কার্যকর করতে ভবিষ্যতে করনীয় অনেক। অডিটরদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ফাইন্যান্সিয়াল কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। টিআইবি'র প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নিয়ে এনবিআর এর উন্নয়নে কাজ করা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণয়ণ করেন টিআইবি'র গবেষক এম. জাকির হোসেন খান এবং নীনা শামসুন নাহার। প্রতিবেদনে নীতি ও কর্মকৌশল, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আপীল কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতি ও অনিয়ম হ্রাস এবং মানবসম্পদ, গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণে প্রায় অর্ধ শতাধিক সুপারিশমালা তুলে ধরে বলা হয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সততার ওপরই এনবিআর এর সাফল্য ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বিধায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে এনবিআর এর সর্বাঙ্গীন সংস্কার অতীব জরুরী।

২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্র থেকে সংগৃহীত আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের পাশাপাশি ৭১৩ জনের ওপর জরিপ এবং প্রায় ৫০ জন ব্যবসায়ীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্ন কর-জিডিপি হারের প্রভাব দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে কর ফাঁকি/আত্মসাত অন্যতম। দেশে ২৭ লক্ষ টিআইএনধারীর মাত্র ৯ লক্ষ নিয়মিত কর রিটার্ন দাখিল করেন। গবেষণায় টিআইবি'র ২০১০ সালের খানা জরিপের তথ্য উলেল্লখ করে বলা হয় প্রায় ৬২ শতাংশ টিআইএনধারী রেজিস্ট্রেশন এবং কর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। উলেল্লখ্য, খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তি করদাতারা কর এসেসমেন্টের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৩৫০০/- টাকা ঘুষ প্রদান করেছেন এবং কর রেয়াত পেতে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমদানিকৃত কনসাইনমেন্টের মধ্যে ৭২% পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয়। এ ছাড়াও শুল্ক সংগ্রহকারী কর্মী কর্তৃক কার্গো টাইপ ও সংখ্যাগত ভুল তথ্য প্রদান; কার্গোর ধরণ, সংখ্যা ও কান্ট্রি অব অরিজিন সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান/গোপন করা; আন্ডার ইনভয়েস এর জন্য কর স্টাফ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ; ভুয়া এইচএস কোড, নিম্ন ওজন ও মিথ্যা পণ্য ঘোষণাকে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে চ্যালেঞ্জ না করা; এইচ. এস. কোডের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান এবং পিএসআই কোম্পানী কর্তৃক অবৈধ কাজে সহায়তা করার তথ্য এ গবেষণায় উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯০ সনের তুলনায় ২০১০ এ এনবিআরের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ১০গুণ বৃদ্ধি পেলেও ১৯৮৪ সালের পর ২০০৯ সাল পর্যন্ত এনবিআরের জনবলে উলেল্লখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি, এমনকি ইন্সপেক্টর পদে কোন নিয়োগ দেয়া হয় নি। বর্তমানে গড়ে প্রতি ১জন ইন্সপেক্টরকে মূসক রেজিস্টার্ড ব্যবসায়িক প্রতিনিধির ১০ হাজার নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয় এবং ১ জন উপ-কর কমিশনারকে গড়ে বছরে প্রায় ১৫,০০০ ফাইল পরীক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে, ২০১০ সনে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি লংঘনের এবং অবৈধ অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়াও আইন লংঘন করে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বা প্রযোজ্য নয় এমন নাম বোর্ড কর্তৃক কৌশলে অনুমোদন করিয়ে এক ধরনের পুরস্কার বাণিজ্য চালু; কর সংগ্রহকারীদের পুরস্কার অনুমোদনে আইন অমান্য করা, এক শ্রেণীর স্টাফদের লাগামহীন দুর্নীতি, কর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জবাবদিহিতায় ঘাটতি, একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার; অনভিজ্ঞদের নিয়োগ, রিটার্ন নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অদক্ষতা এনবিআরের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এনবিআরের জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে এনবিআরের সকল স্তরের কর কর্মীদের নিয়োগ, বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে এনবিআরকে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করা, এনবিআর চেয়ারম্যানকে কমপক্ষে ৩টি বাজেটের জন্য নিয়োগ প্রদান; গুণগত মান, অভিজ্ঞতা, সততা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচন করা, হয়রানি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তম অবস্থান, কর কর্মকর্তা ও করদাতাদের মাঝে যোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে আচরণ বিধি প্রবর্তন এবং কর ফাঁকিতে জড়িত সংশিল্লষ্ট কর কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতের সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৯-১০ বছরে প্রত্যক্ষ করের অবদান ২৮ শতাংশ হলেও মূল্য সংযোজন কর সহ অন্যান্য পরোক্ষ করের অবদান ছিলো ৭২ শতাংশ। অর্থাৎ জাতীয় রাজস্বে সাধারণ মানুষের অবদান বিত্তবানদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। অন্যদিকে কর রাজস্বে শুল্ক বিভাগের অবদান ক্রমান্বয়ে কমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৭.১% দাঁড়িয়েছে। গবেষণায় শুল্কের সামগ্রিক অবদান আগামীতে আরো কমে যাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে।

গবেষণায় বর্তমানে বাংলাদেশের সম্ভাব্য করদাতাদের প্রত্যক্ষ কর না দেয়ার প্রবণতার যে কারণসমূহ বেরিয়ে এসেছে তা হলো: কাঙ্খিত নাগরিক সুবিধা না পাওয়া; প্রদত্ত কর সঠিকভাবে ব্যবহারে সরকারের উপর আস্থার ঘাটতি; জটিল কর সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহকারীর সাথে সম্ভাব্য করদাতার যোগসাজশ; কর ফাঁকি বা আত্মসাতের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা; অটোমেশন এবং ই-গভর্নেন্সের অভাব এবং এনবিআরের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।

প্রতিবেদনে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯ হাজার কোটি কালো টাকা সাদা করার তথ্য তুলে ধরে বলা হয় কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নৈতিকভাবে রাজস্ব আদায়ে কথিত ফল লাভে যেরূপ ব্যর্থ তেমনিভাবে অন্যদিকে এর ফলে বৈধভাবে অর্থ উপার্জনকে নিরৎসাহিত করা হয়, যা সমর্থন যোগ্য নয়। এছাড়াও প্রতিবেদনে কর অবকাশ সুবিধার বিভিন্ন অপব্যবহারের তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল, সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আবশ্যিকীকরণ এবং নীতি নির্ধারকদের সম্পদের হিসাব নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ নিশ্চিতের সুপারিশ করা হয়।

কর আপিল প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জটিলতা ও হয়রানির উলেৱখ করে প্রতিবেদনে আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারক, আয়কর আইনজীবী, সিএদের আপিল ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

গবেষণায় বিদ্যমান আইনের যথাযথ সংস্কার ব্যতিরেকেই প্রথম কর ন্যায়পাল আইন (রহিতকরণ) বিল ২০১১ সংসদে উত্থাপিত হওয়াকে সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। একতরফাভাবে কর-ন্যায়পাল পদের বিলুপ্তির প্রশাসনিক উদ্যোগ কর-ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুর্নীতি ও অনিয়মকে উৎসাহিত করবে।

এছাড়াও, গবেষণায় কর ফাঁকি রোধে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রবর্তন, এনবিআরে ই-গভর্নেন্স এবং সর্বোপরি, পেশাজীবী সংগঠনসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিতভাবে সম্পৃক্ত করে সঠিকভাবে কর প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়।

এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এনবিআরের প্রকৃত প্রয়োজন নিরূপণ এবং স্থানীয় সক্ষমতার উপর গুরৎত্বারোপের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে উলেৱখযোগ্য হলো: এসআরও জারির মাধ্যমে অর্থ বিলের স্বার্থ-সংশিৱষ্ট পরিবর্তনের সুযোগ নূন্যতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা; গবেষণা ও বিশেৱষণ শাখার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় জনবল (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২
ইমেইল: rezwan@ti-bangladesh.org